দৈনিক বাংলা

২৬

তারিখ ৮।২।৮২
পৃষ্ঠা

056

চাঁদপুরে ৯৫ ভাগ প্রাইমারী স্কুলের দৈন্যদশা

(নিজস্ব সংবাদদাতা)

চাঁদপুর, ৭ই ফেব্রুয়ারী।—ঘর নেই তাই বাড়ির বৈঠক খানায় ক্লাশ বসছে। শিক্ষক ও অন্যান্য উপকরণেরও অত্যন্ত অভাব রয়েছে, ফলে দিন দিন ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা হ্রাস পাচ্ছে।

এই হচ্ছে চাঁদপুর মহকুমার শতকরা ৯৫ ভাগ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অবস্থা।

চাঁদপুর মহকুমার ৭টি থানায় মোট ৭শ ৬৫টি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে।

তারমধ্যে ৭০ থেকে ৮০টি বিদ্যালয়ের ঘর নেই। বাড়ির বৈঠকখানায় এসব বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের ক্লাশ করতে হচ্ছে। প্রায় ১শ বিদ্যালয়ের ভবন প্রাকৃতিক দুর্যোগে বিধ্বস্ত হয়েছে। কিন্তু এখনো সেগুলো পুনর্নির্মাণ করা হয়নি। অনেক বিদ্যালয় ভবনের অবস্থা নড়বড়ে। সামান্য ঝড়-তুফানেও পড়ে যেতে পারে। তাতে ছাত্রছাত্রীদেরও প্রাণ হানির আশংকা রয়েছে।

১৯৬১ সাল থেকে ৬৯ সাল পর্যন্ত তৈরী শতকরা প্রায় ৪০ ভাগ ভবনেই ফাটল ধরেছে। কোন সংস্কার নেই। শতকরা প্রায় ২০ ভাগ বিদ্যালয় ভবন অসমাপ্ত অবস্থায় ফেলে রাখা হয়েছে। অসমাপ্ত কাজ সম্পন্ন করার কোন লক্ষণই দেখা যাচ্ছে না।

এক পরিসংখ্যান থেকে জানা গেছে, চাঁদপুর মহকুমার প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে ছাত্রছাত্রী সংখ্যা ২ লাখেরও বেশী। সরকারী হিসাবেই ৫ হাজার শিক্ষকের প্রয়োজন। কিন্তু বর্তমানে শিক্ষকের সংখ্যা হচ্ছে অর্ধেকের কিছু বেশী, ২৯শ'র মত। অনেক বিদ্যালয়ে শিক্ষকের সংখ্যা হচ্ছে মাত্র ২ জন।

বহু বিদ্যালয়ে টুল টেবিলের অভাবে ছাত্রছাত্রীরা মেঝেতে চাটাই বিছিয়ে বসছে। কোন বিদ্যালয়ে বাঁশের মাচানও রয়েছে। শিক্ষকদেরও বসার কোন ব্যবস্থা নেই।